Semester I
CORE COURSE 1
(SOCACOR01T)

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY – I

MODULE 2: SOCIOLOGY AND OTHER SOCIAL SCIENCES

2.1. Sociology and Social Anthropology

সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত পশ্চিমের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন একই সাথে একই বিভাগে করানো হয়। Anthropology শব্দটি Anthropos এবং Logos এই দুটি গ্রীক শব্দের সমাহারে সৃষ্ট। Anthropos কথার অর্থ মানুষ এবং Logos শব্দটির অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নৃতত্ত্বের মানে দাঁড়ায় মানবজাতি সংক্রান্ত জ্ঞান। আদিম মানুষের শরীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব যেমন নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয় তেমনি মানব জাতিতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব এই বিষয়টির দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখা। সামাজিক নৃতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশীলন ও মানব সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, পারিবারিক প্রথা-প্রকরণ এককথায় সমগ্র জীবনধারার ইতিবৃত্ত হলো সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু। আবার সমাজতত্ত্বেরও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক আলোচনা। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান-এর বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয়।

মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি বা জীবনধারার ইতিবৃত্তের আলোচনাসমৃদ্ধ নৃবিজ্ঞান-এর মৌলিক বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির আধুনিক উন্নত পর্যায়ে উত্তরনের একটা ধারাবাহিকতা আছে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের আলোচনা অবান্তর। এই কারণে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদদের অতীতের সামাজিক সংগঠনের কথা বলতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদরা নৃতত্ত্ববিদদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। মানব সমাজের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সমাজতত্ত্ববিদগণ যাবতীয় বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি নৃবিজ্ঞানের ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজতত্ত্ববিদগণ নৃবিজ্ঞানীদের অনুকরণে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ উপায় সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে বহুবিধ সাদৃশ্য ও ভাবগত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত। বস্তুত এই দুই বিজ্ঞান-এর মধ্যে নানা ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। Keesing তার 'Cultural Anthropology' গ্রন্থে বলেছেন, "But the two academic disciplines have grown up independently and handle quite different types of problems using markedly different research methods."

প্রথমত, সমাজতত্ব ও নৃতত্ত্বের মুখ্য উপজীব্য বিষয়-এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৃবিজ্ঞানে আদিম অবস্থায় অশিক্ষিত মানুষ সম্পর্কিত অনুশীলন ও গবেষণার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুশীলন ও বিচার-বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বের উপজীব্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত, নৃবিজ্ঞানীগণ সাধারণত তাদের আলোচ্য সমাজকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। যেমন সামাজিক নৃতত্ত্বের আলোচনায় সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয় তা একটি গোটা সম্প্রদায় বা দেশের বৃহত্তর পটভূমিতে করা হয়। কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে নির্দিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সমস্যাকেন্দ্রিক আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়। যেমন কেউ হয়তো শিল্পোন্নত অঞ্চলে অপরাধপ্রবণতার আলোচনায় রত, আবার কেউ হয়তো বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যা বিশ্লেষণে ব্যস্ত।

তৃতীয়ত, নৃতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি সাধারণত অতীতের প্রতি বেশি থাকে। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদগণ বর্তমান সমাজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

চতুর্থত, সমাজতত্ব ও নৃবিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার পদ্ধতিও পৃথক। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষনা মূলত প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যান-এর ওপর নির্ভরশীল এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যাদির অভাব হেতু নৃবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অচল। অপরপক্ষে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

পঞ্চমত, উভয় শাস্ত্রের গবেষণা ক্ষেত্রের পরিধির ব্যাপারেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নৃবিজ্ঞানীগণ ছোট ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যান-এর ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ববিদগণ তাদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন বলে ব্যাপক ভিত্তিতে সমাজতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা সম্ভব হয়।

কিন্তু সমাজতত্ব ও নৃবিজ্ঞান-এর মধ্যে এই পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা, আধুনিক কলাকৌশল, বৃহত্তর সভ্য মানবগোষ্ঠীর বহুবিধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের চাপে এবং সভ্য সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের আদিম স্বতন্ত্রতা বিপন্ন। সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রমশ অভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। আদিম মানুষের ছোট সম্প্রদায়গুলি সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে স্বতন্ত্রতা হারিয়ে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে নৃবিজ্ঞান এর পক্ষে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। নৃতত্ত্বের তখন সমাজতত্ত্বেরই একটি বিশেষ শাখায় পরিণত হবার সম্ভাবনা বেশি।

2.2 Sociology and Psychology

মনোবিদ্যা হল উপলব্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা। মনোবিজ্ঞানীগণ আবেগ ও উচ্ছাস, অনুভূতি ও অভিপ্রায়, প্রয়াস ও প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক Giddings-এর মতানুসারে মনোবিদ্যা হল মানুষের মন ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সামাজিক মানুষের মনোজগতের ক্রিয়া-কলাপ মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ধরা পড়ে। সেই সামাজিক মানুষই আবার সমাজতত্ত্বের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর যোগাযোগ থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্ব হল সমাজের আন্তর-মানবিক সম্পর্কের বিজ্ঞান। মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অভিপ্রায়, জ্ঞান, ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ও অনুভূতি অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষের ওই সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। Mill-এর মতানুসারে মানুষের সব রকম কার্যকলাপের পটভূমিতে তার মন ক্রিয়াশীল থাকে। সেই জন্য মানুষের মানসিক প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াসমূহ অনুশীলন ও অনুধাবন না করে তার আচার-আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। বস্তুত মানব সমাজের অনুশীলন মনোবিদ্যা কে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আবার মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ-এর সময় সমাজতত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। অতএব অধিকাংশ চিন্তাবিদ-এর মতে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। MacIver বলেছেন, “Sociology gives special aid to psychology just as psychology gives special aid to sociology.”

অপরপক্ষে Durkheim প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের মতানুসারে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ অনভিপ্রেত। তাদের অভিমত হলো, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে সামাজিক কারণ বর্তমান থাকে। অতএব মানুষের আচার-ব্যবস্থার ও সামাজিক সম্পর্কসমূহের অনুধাবনের জন্য সামাজিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। মানুষের সামাজিক আচরণের পেছনে বহুবিধ জৈব, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তি কারণ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে। এই গুলি মনস্তাত্ত্বিক কারণ নয়। সামাজিক মানুষের যাবতীয় আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ এর দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের এলাকা এক হয় না।

সমাজতাত্ত্বিকরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব সমাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানীরা কেবল তার মানসিক গঠন বিন্যাস বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানীরা মূলত ব্যক্তির উপর দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট সমগ্র সমাজের ওপর ব্যাপ্ত থাকে। সামাজিক সম্পর্কসমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত চিন্তা-চেতনার গঠন-বিন্যাস ও আচার-আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ব্যাপারেই মনোবিদদের আগ্রহ দেখা যায়। অপরপক্ষে সামাজিক সম্পর্কসমূহ একজন সমাজতত্ত্ববিদ-এর উপজীব্য বিষয়। অধ্যাপক MacIver ও Page-এর মতে, “...difference between Psychology and Sociology is a difference of focus of interest in social reality itself.”

প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের উপজীব্য ‘ব্যক্তি’ এবং সমাজতত্ত্বের উপজীব্য ‘সমাজ’কে কেন্দ্র করে এই যৌগিক সামাজিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের সামাজিক ভূমিকার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই বিদ্যার বিষয়বস্তু। মানুষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, তার মানসিকতার উপর সমাজের প্রভাব, ব্যক্তিমানুষের সামাজিক আচার-আচরণের প্রকৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি বিশ্লেষণ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই শাস্ত্রে একদিকে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচার-

ব্যবহারের ওপর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রভাব আলোচনা করা হয়, তেমনই আবার সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের প্রভাবও পর্যালোচনা করা হয়। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্পষ্ট।

2.3 Sociology and History

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস উভয়েরই উপজীব্য বিষয় অনেকাংশে অভিন্ন। ইতিহাস হল মানব সমাজের ইতিহাস; আর সমাজতত্ত্ব হল সেই মানব সমাজের সামগ্রিক বিশ্লেষণ। বিষয়বস্তুর অভিন্নতার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান। সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস পরস্পরকে সাহায্য করে। সমাজতত্ত্ব তার উপজীব্য উপাদানের জন্য বহুলাংশে ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিকাশ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে ব্যবধানের কমে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচিত হয়। মানব সমাজে সংঘটিত ঘটনাসমূহ স্থান কাল অনুযায়ী ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। সমাজতত্ত্বে মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা থাকে।

ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের পরিপূরক। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সুসংহত জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজতত্ত্ববিদকে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। ।তেমনই ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্য ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধারণাগুলির সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়।

ঐতিহাসিক উপাদানের মূল্যমান নির্ধারণ বর্তমান ইতিহাস-দর্শনের (Philosophy of History) একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিভিন্ন রাজবংশের কীর্তি-কাহিনী, উত্থান-পতন এবং মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ, বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন সামাজিক বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইতিহাস-দর্শন এই করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক Bottomore-এর মতানুসারে বর্তমানের ইতিহাস চর্চা ও সমাজচিন্তা উভয়কেই ইতিহাস-দর্শন প্রভাবিত করে।

ইতিহাসে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের একটি নতুন ধারা বর্তমানে সমাজতত্ত্বে বেশ জনপ্রিয় এই ধারা অনুসারে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজতত্ত্বের এই নতুন ধারাকে ইতিহাস-ভিত্তিক সমাজতত্ত্ব বলা হয়। এর মাধ্যমে যুগ-যুগান্তব্যাপী ঐতিহাসিক ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসমূহের উদ্ভব, বিকাশ ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত ম্যাক্স ওয়েবারের আলোচনা এই নতুন ধারার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আবার সামাজিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করেন। ফলে ঐতিহাসিক-এর সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা এবং সমাজতত্ত্ববিদদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। Henry Maine, Westermarck, প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সামাজিক প্রশ্নের ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন।

উভয়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগের অস্তিত্ব সত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমাজতত্ব ও ইতিহাস হল দুটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান। এই দুটি শাস্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় —

i) ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাসমূহের পর্যায়ক্রম পর্যালোচনা করা। পক্ষান্তরে, সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত আন্তঃমানবিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

ii) ইতিহাসের আলোচনা মূলত অতীতের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ সাধারণত সমসাময়িক বা নিকট অতীতের বিষয়াদিতে উৎসাহ দেখান।

iii) মানব ইতিহাসের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রাজা-মহারাজাদের কীর্তিকাহিনী পরিলক্ষিত হয়। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রথা-প্রকরণ, বিধি-নিষেধ, বহুবিধ আন্তঃমানবিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন সূচিত হয় সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের অবহেলিত এই বিষয়গুলি সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

iv) ঐতিহাসিক-এর মূল আগ্রহ হলো উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বর্ণনায়। আর সমাজতত্ত্ববিদ-এর লক্ষ্য হলো সমাজের বসবাসকারীদের ওপর এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। অতএব সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিতেও পার্থক্য আছে।

v) অনেকের মতে ইতিহাসের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু সমাজতত্ত্বের আলোচনা বিমূর্ত। Park বলেছেন, “In the same sense that History is the concrete, Sociology is the abstract science of human experience and human nature.”

পরিশেষে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস এই দুটির অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলা আবশ্যক। এদের সম্পূর্ণ বিভাজন করা যায় না কারণ মানব সমাজ হলো উভয়েরই উপজীব্য বিষয়। আবার পটভূমিকা অভিন্ন হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

Reference:

সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব (A Book on Introductory Sociology)

–ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ড. কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, ড. শান্তনু ঘোষ